রঘুনাথগঞ্জ শাখায়
মাত্র ৭৫৲ টাকায় রেডিও
বাকী টাকা কিস্তিতে দেয়
ইলেকট্রনিকের সকল রকম
ট্রানজিষ্টার রেডিওতে নগদ ক্রেতাদের
বিশেষ কনশেসন
ধনরাজ ব্রাদার্স এণ্ড কোং
মুরারই বীরভূম
শাখা—রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৪শ বর্ষ, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১০ই মাঘ বুধবার, ১৩৭৪ ইং 24th Jan. 1968 | ৩৫শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে…
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২
C. P. S.

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
প্রস্তুতকারক:
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এই তো খেলার দিন—
ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন।
উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্টুডেণ্টস ফেভারিট
স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই মাঘ বুধবার সন ১৩৭৪ সাল।

॥ ২৩শে জানুয়ারী ॥

॥ 'নেতাজী অমর রহে' ॥

—০—

বর্ষচক্রের আবর্তনে আবার ২৩শে জানুয়ারী আসিয়াছে, আসিবেও। বাংলা তথা ভারতের তরুণ হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে এই দিনটিতে। কারণ আজিকার পুণ্যদিনে ভারতের মহান্ বিপ্লবী বীর নেতাজীর আবির্ভাব। উড়িষ্যার কটক শহরে ১৮৯৭ সালের এই দিনেই জানকীনাথ বসুর যে পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হন, তাঁহার প্রথম আর্ত্তি যে দেশ-মাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল দেখিয়াই হইয়াছিল কি না, কে বলিতে পারে? সেই কোমল-কচি দুইটি বাহুর আকুল আক্ষেপ কি এই শৃঙ্খল মোচনের পবিত্র সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছিল? এই শিশুই যে পরাধীন ভারতের বিদ্রোহী আত্মা!

সম্পন্ন পরিবারে আদর ও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব বালক সুভাষচন্দ্রের ছিল না। কিন্তু বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে যে আত্মার দীক্ষা, ঐশ্বর্য ও ভোগের মোহ তাঁহাকে বাঁধিবে কি প্রকারে? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী তাঁহার চরিত্রে এক উজ্জ্বল বর্তিকা জ্বালাইল। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারায় এই মহাবীর নিজেকে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। দেশের পরাধীনতা তাঁহার তীব্র মনঃপীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

আরাম ও স্বচ্ছন্দ জীবনের উপকরণসমূহ হেলায় সরাইয়া দিলেন সুভাষচন্দ্র। সরকারী উচ্চপদ প্রত্যাখান করিলেন। শুনা যায়, বাঘ যদি নররক্তের আস্বাদন পায়, সে আর অন্য জন্তু খাইতে চাহে না। স্বাধীনতার গান যে প্রাণ গাহিয়াছে, সে প্রাণ পরাধীনতার দৈন্য সহিবে কি করিয়া? এইজন্যই তিনি কোটি কোটি দেশবাসীকে খুনের বদলে আজাদী দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, বৃটিশের সহিত আপোষ ও তোষামদ করিয়া নয়। মহাশক্তির প্রসাদপুষ্ট মহাশক্তিধর সুভাষচন্দ্র শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন ভারতের তরুণ হৃদয়কে। বিলাসের ফাঁস তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই। তিনি রাজনীতির আবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

বৃটিশের পক্ষ হইতে প্রতিশোধ লইবার আয়োজনও কম হয় নাই। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী যতই আঘাত হানিল, তিনি ততই দৃঢ় হইয়া উঠিলেন। সুভাষচন্দ্র হইলেন কংগ্রেসের নেতা, ফরওয়ার্ড ব্লকের স্রষ্টা। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া তিনি ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন। সুভাষচন্দ্র 'নেতাজী' হইলেন।

কর্মবীর সুভাষচন্দ্রের শৌর্য, বীর্য, ত্যাগ ও দেশ-মাতৃকার প্রতি আন্তরিক প্রেম ভারতের এক অক্ষয় সম্পদ। আজিকার দিনে যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে স্বার্থ লইয়া টানাটানি চলিতেছে এবং যাহার ফলে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি প্রতিপদে মার খাইতেছে, সেখানে নেতাজীর ত্যাগপূত নিঃস্বার্থ ও নিষ্কলুষ চরিত্র ও কর্ম-এষণা আমাদের আদর্শের ধ্রুবতারা হউক। অভিসন্ধিমূলক দেশসেবী ঐ আদর্শের অগ্নিদাহনে আপন চিত্ত পরিশুদ্ধ করুক। আর দেশের রক্ত মবিপর্যন্ত তরুণশক্তি নেতাজীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হউক। তখনই সার্থক হইবে এই মহাবীরের জন্মজয়ন্তী পালন ও সিদ্ধ হইবে তাঁহার স্মৃতি-তর্পণ।

স্বল্প সঞ্চয় পক্ষ

সারা পশ্চিমবঙ্গে জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে বিশেষ স্বল্প সঞ্চয় অভিযান সুরু হইয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গের সঙ্গে মুর্শিদাবাদেও এই অভিযানের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। সারা জেলায় ব্যাপক প্রচারের সঙ্গে ১০টি ব্লকে নিবিড় প্রচারাভিযানের কর্ম্মসূচী অনুসৃত হইবে। নিবিড় কার্য্যক্রমের মধ্যে যে ১০টি ব্লককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাহাদের নাম হইল মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, নবগ্রাম, লালগোলা, রঘুনাথগঞ্জ—১, সাগরদীঘি, সমসেরগঞ্জ, কান্দী, বড়ঞা, বেলডাঙ্গা—১, নওদা। আগামী ১৪ই হইতে ২৯শে ফেব্রুয়ারী মুর্শিদাবাদে বিশেষভাবে স্বল্প সঞ্চয় পক্ষ উদ্‌যাপনের জন্য জেলা সমাহর্ত্তা শ্রীবরদাচরণ শর্ম্মা সকল উন্নয়ন আধিকারিককে বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। সভা, ছায়াচিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা বৈঠক, প্রচার পুস্তিকা, প্রচার-পত্র ও পোষ্টার এর মাধ্যমে জেলাবাসীর মধ্যে পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে হিসাবগুলি স্বল্প সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করার সমবেত প্রচেষ্টা সুরু হইবে। গত ১২ই জানুয়ারী পুরন্দরপুরে স্বল্প সঞ্চয় সম্পত্তি "মোড়লের হাতে ঘড়ি" নামক একটি কাহিনী চিত্র দেখান হয়। মুর্শিদাবাদের তথ্য আধিকারিক ও ক্ষেত্র তথ্য আধিকারিক স্বল্প সঞ্চয় সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করিয়া স্বল্প সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন।

নেতাজী জন্মদিবস উদ্‌যাপন

গত ২৩শে জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ প্রগতি সংঘের উদ্যোগে স্থানীয় ম্যাকেঞ্জী হলে নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের ৭২তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ভারতের এই মহান্ বিপ্লবী বীরের উদ্দেশ্যে সঙ্গীত শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়। ইহার পর প্রগতি-সংঘের পরিচালনা ও প্রযোজনায় অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' নাটক মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন যতীন পাল, অজিত সেন, অরুণ অধিকারী, বিজন সেন, সুবল সেন, বিমান দত্ত, শিখা ঘোষ, কল্যাণী বড়াল, অনিতা দাস, সন্ধ্যা সরকার, মায়া সেন, অমিতা দাস, পুষ্প চন্দ, আলো চন্দ, শ্যামলী সেন, অপিতা অধিকারী।

রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতা

গত ২৩শে জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ রোড রেস এসোশিয়েশন পরিচালিত ৩য় বার্ষিক ২ মাইল ও ১ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেন দুই মাইল দৌড়ে যথাক্রমে সর্বশ্রী দেবব্রত সেন, সুভাষ সরকার ও অনিল হালদার এবং এক মাইল দৌড়ে যথাক্রমে সর্বশ্রী ধর্মদেব হালদার, দেবপ্রসাদ সরকার ও দিলীপ ঘোষ। পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন ডাঃ শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং প্রাক্তন দৌড়বীর শ্রীজ্যোতির্ময় রায় চৌধুরী প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডার প্রাপ্তি স্বীকার

আমরা নিম্নের প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডার পাইয়াছি। তজ্জন্য আমরা প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ম্মকর্ত্তাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

১। বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ
অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ।
২। ভারতী-প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ।
৩। সাহা ষ্টোর্স, রঘুনাথগঞ্জ।
৪। ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়, রঘুনাথগঞ্জ।
৫। কেনারাম চন্দ্র এণ্ড সন্স, রঘুনাথগঞ্জ।
৬। অলিম্পিক সাইকেল মার্ট
মাঃ সুলভ ভাণ্ডার, রঘুনাথগঞ্জ।

প্রাপ্তি-স্বীকার

আমরা বহরমপুর "কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল পত্রিকা" পাইয়াছি। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক—শ্রীবিজয়-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কিরণ ভাণ্ডার

সর্ব্বপ্রকার বাসনের দোকান
বিবাহ, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের যাবতীয় বাসন সুবিধায় পাইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। রঘুনাথগঞ্জ কাপড়পটী।

নেতাজীর জন্মদিবস

গত ২৩শে জানুয়ারী মঙ্গলবার রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুর শহরে এবং মহকুমার অন্যান্য স্থানে "নেতাজীর জন্মদিবস" যথারীতি পালিত হয়। সকালে বালিঘাটা পরেশনাথ পাঠাগারের সভ্যগণ প্রভাতফেরী বাহির করিয়া সমস্ত রঘুনাথগঞ্জ শহর প্রদক্ষিণ করেন।

সিউড়ীর সহযোগী "ময়ূরাক্ষী" সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

বাসযাত্রা ও আর টি এ
বাসের অবাধ যাতায়াত হোক

আজকাল বাসযাত্রীদের অসহায় এবং করুণ দৃশ্য দেখে কেউ কেউ হয়তো আনন্দ উপভোগ (?) করতে পারেন কিন্তু এর জন্য সচেতন মানুষ মাত্রই মনঃপীড়া ভোগ করেন। আজকাল প্রতিটি রুটেই অসংখ্য যাত্রীর চাপে মানুষ—ছাগল ভেড়ার মত অসহনীয় ক্লেশ ভোগ করে গন্তব্যস্থলে যাতায়াত করতে বাধ্য হয়। বাধ্য হয় জীবন বিপন্ন করে বাসের ছাদের উপর উঠে বসতে। অহরহ এ দৃশ্য দেখতে সবাই অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন।

কোন সভ্য দেশে এ অবস্থা কেউ কল্পনা করতে পারেন না। আমরা যখন টেলিভিসেন, কমপিউটার আর রকেটের যুগে বাস করছি—চাঁদে পাড়ি মারছি, মহাশূন্যে উপগ্রহ সৃষ্টি করছি। তখন নিজের নিত্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ব্যবস্থার কোন সুরাহা করতে পারিনা কেন? সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বাসে লেখা থাকে ৩০ জন বা ৩৫ জন বসিবে এবং সেই হিসাবে বাসের 'রোড ট্যাক্স' ধার্য্য হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় প্রায় বাসে বসিবার আসন ভর্ত্তি হইয়া আরও ৩০। ৪০ দাঁড়াইয়া আছেন এবং বাসের ভেতর স্থানাভাবে ছাদের উপরও ৩০। ৩৫ জন জীবন বিপন্ন করে উঠে বসে আছেন। এতে বাসে যাত্রীসংখ্যা ১০০ ও ১৫০ জন পর্য্যন্ত উঠছে—যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটলে বহু অমূল্য প্রাণ বলি হবে। তার জন্য দায়ী হবে কে?

কংগ্রেস সরকারের আমলে এসব বিষয় নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে কোন প্রতিকার হয়নি। যুক্তফ্রণ্ট সরকার আমলে প্রতিটি রুটে আরও বাস চালাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু বাস মালিকদের তৎপরতায় সে ব্যবস্থা বান্‌চাল হয়েছে। আর পি, ডি, এফ সরকার কিন্তু এসব বিষয়ে চিন্তা করবার অবসর পাচ্ছে না। বাস মালিকরা অধিক মুনাফা কামাবার জন্য নিজেদের স্বার্থের জন্য খুব তৎপর কিন্তু যাত্রীদের স্বার্থ সুযোগ সুবিধা কে দেখবে? সরকারের আর-টি-এ বিভাগের জন্য রাজ্যস্তরে আলাদা ডাইরেক্টরেট আছে। সেখানে মোটা মাহিনায় কর্ম্মচারী পোষা হয়। জেলাস্তরের আর-টি-এ মালিক স্বয়ং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, এস, পি, এস, ডি, ও প্রভৃতি এঁরাই জেলার সর্ব্বময় কর্ত্তা অথচ জেলা পরিবহন ব্যবস্থার উপর তাঁহাদের তৎপরতা আছে বলে জনসাধারণ মনে করে না। জেলার নিরীহ অধিবাসীর ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করেছে। তাই আজ জনসাধারণ দাবী করেছে—বাস রুটের কন্‌ট্রোল শিথিল করা হোক, বাসের অবাধ গতি হোক, যে কেউ কোন রুটে বাস চালাতে চান চালান। এতে যেমন যাত্রীদের সুযোগ সুবিধা হবে তেমনি অধিক সংখ্যক বাসের চলাচলের জন্য সরকারেরও বেশী অর্থাগম হবে (রোড ট্যাক্স বাবদ) আর একচেটিয়া বাস ব্যবসায়ী-দের কালো টাকাও জমবে না। বাসের জ্বালানী তেল পেট্রোল, ডিজেলের যখন কোন কন্‌ট্রোল নাই তখন অধিক বাস চালাতে কন্‌ট্রোল কেন? কলিকাতার রাস্তার মত বীরভূমের রাস্তা এখনও যানবাহন বোঝাই হয়নি যে বাসের সংখ্যা বাড়লে চলাচল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে।

অবিলম্বে গুরুত্ব সহকারে জেলার যানবাহন ব্যবস্থার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। আর-টি-এ এর কাছে জনসাধারণের জানিবার অধিকার আছে। আর-টি-এ বাস যাত্রীদের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা করছেন—জানিতে চান বাসের ছাদে ভ্রমণ করা বে-আইনী কি না, ওভার লোডিং আইনটি চালু আছে কি না, পথিমধ্যে বাস চেক্ করিবার অধিকার আছে কি না, প্রতিটি বাসের সম্মুখমুখী আসন দিবার নির্দেশ বাতিল হইয়াছে কি না? এসব বিষয়ে আমরা জেলা শাসকের সহৃদয় আগ্রহশীলতা ও তৎপরতার উপর আস্থাশীল।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, দ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও গোডাউন
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর. পি ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামা

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ৩·০০তিন টাকা অগ্রিম দেয়, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·০০ এক টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।